ইসলাম ও বিজ্ঞান

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী —
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
বশিরহাট নবনূর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

চতুর্থ সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল।

সাহায্য মুল্য ১৩ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين

ইসলাম ও বিজ্ঞান

বর্ত্তমান যুগে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। যে ধর্ম্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে, তাহা কখনই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এ যুক্তি অনেক স্থলে প্রযোজ্য হইলেও যেখানে ধর্ম্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাইতে পারেনা। কারণ দর্শন ও বিজ্ঞান অনেক বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, উহাকে অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একটি মাত্র বিষয় লইয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আছমানি প্রত্যাদেশ বা ধর্ম্ম-বিধির ন্যায় অভ্রান্ত সত্য হইত, তবে ইহাতে কখনই মতদ্বৈত হইত না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ

প্রাচীনকালে যাহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে আবার তাহাই ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে। প্রাচীন কালের জ্যোতিষতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে বৃহৎ দল সূর্য্যের গতীশীল হওয়ার মত ধারণ করিতেন, কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষীগণ উহার বিপরীত সূর্য্যের স্থিতিশীল হওয়ার মত পোষান করিতেছেন আবার তাঁহাদের একদল অতি ধীরগতিতে স্বয়ং মেরুদণ্ডের চারিদিকে উহার গতিশীল হওয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ সপ্তাকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ; কিন্তু বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ আকাশের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতে চাহেন না।

জ্যোতিষীগণ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বুঝিয়া উহাদিগকে সূর্যের গ্রহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশ শত পূর্বেকার জ্যোতির্ব্বিংগণ কেবল একটি গ্রহের কথাই জানিতেন, ইউরেনাস্ ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের কথা জানিতেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম হার্সেল নামক একজন বিচক্ষণ জ্যোতিষী উন্নত ধরনের দুরবীক্ষণ দ্বারা ইউরেনস গ্রহের আবিষ্কার করেন এবং মাত্র পচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের জ্যোতিষীরা নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইরূপ গ্রহমণ্ডলীর চারিপার্শ্বে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঘুরিতেছে ইহাদিগকে তাঁহারা উপগ্রহ বলিয়া অবিহিত করিলেন। জ্যোতি র্ব্বিংগণ চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে বুঝিয়া উহাকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে চন্দ্র ব্যতীত অন্যান

উপগ্রহের কোনই সংবাদ জানিতেন না, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে মঙ্গল গ্রহের দুইটি উপগ্রহ বৃহস্পতি গ্রহের আটটি উপগ্রহ, শনিগ্রহের দশটি উপগ্রহ, ইউরেনাসের চারিটি উপগ্রহ এবং নেপচুনের একটি উপগ্রহ এইরূপ অনেক উপগ্রহ বা চন্দ্রমণ্ডলীর আবিষ্কার করিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিৎগণ মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যে ছয়শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন - যাহা দুই তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। জ্যোতিষতত্ত্ববিদগণ বলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে আকাশের যে স্থানে পূর্বে একটি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইত না, এখন শক্তিশালী সুবৃহৎ দূরবীক্ষণে সেই সকল স্থানে সহস্র সহস্র নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আবার দূরবীক্ষণে যে সকল স্থানে কয়েক মাত্র নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল সেইসকল স্থানে ফটো তুলিয়া লওয়ায় তথায় সহস্র সহস্র নতুন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। সুতারাং যে সকল স্থলে বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্রের কোনই সন্ধান পান নাই, কোন কোন নবাবিস্কৃত যন্ত্র দ্বারা হয়ত সেই স্থলেই কোটি কোটি সেইরূপ নক্ষত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে।

জ্যোতিষীরা আরও বলিয়াছেন, — অনন্ত আকাশে যে অসংখ্য আলোক-বিন্দু পরিদৃষ্ট হয়, উহার প্রত্যেকেই এক একটি মহা সুর্য্য, আমাদের সুর্য্য অপেক্ষা উহার কোন কোনটি আয়তনে বহুগুণ বড় এবং বহুগুণ তাপ জ্যোতিবিশিষ্ট। কত লক্ষকোটি গ্রহ উপগ্রহ উহাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং উহাদের দুরত্বই বা কত, এই সমস্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর। জ্যোতিষীরা আরও বলিয়াছেন, সুর্য্যের

গ্রহ-উপগ্রহগুলি সকলেই একপাকে ঘোরে, কিন্তু ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘন্টায় নিজের মেরুদণ্ডের উপর উলটা পাকে ঘোরে। তাঁহারা ইহার একটি নিশ্চিত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই।

নেপচুন গ্রহ মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুর-পাক খায় তাহারা অধ্যাবধি সঠিক ভাবে জানিতে পারেন নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন বৃহস্পতিগ্রহে একটি বাদামি আকারের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, ঐ চিহ্নটি কি, তাহা তাঁহারা অদ্যাবধি সঠীক ভাবে স্থির করিতে পারেন নাই।

জ্যোতির্ব্বিৎগণ বলিয়া থাকেন যে, গ্রহ-উপগ্রহগুলির নিজেদের জ্যোতিঃ নাই, কিন্তু বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের নিজের জ্যোতিঃ থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রের মধ্যে যে কাল বর্ণের দাগ দেখা যায়, তাঁহারা ইহার আনুমানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, কোর-আন শরিফ অকাট্য সত্য গ্রন্থ, কোর-আন শরিফের বিরুদ্ধে এইরূপে কাল্পনিক দর্শন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এরূপ একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে — যাহারা কোর-আন ও ধর্ম্ম গ্রন্থকে গড়িয়া-পিটিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুকুল করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহারা কোর-আন শরীফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে ও সহস্র সহস্র মহা ধী-শক্তিসম্পন্ন মুসলমান বিদ্বানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেনা।

প্রাথমিক যুগের মুছলমান বিদ্বানগণ যে সমস্ত মত বাতীল সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহারা সেইগুলিকে নব-নব সাজে সজ্জিত করতঃ লোক-সমাজে প্রকাশ করিয়া ফাঁকা বাহাবা লইতে চাহে। কিন্তু জ্ঞানী ও বিদ্বান সমাজের নিকট সেগুলি যে নিতান্ত হাস্যসম্পদ বিষয় তাহা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন, আছমান বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কারণ দূরবীণ দ্বারা গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমালাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু আছমান দৃষ্টিগোচর হয়না। যদি আছমানের অস্থিত্ব থাকিত, তবে গ্রহ উপগ্রহগুলির ন্যায় উহাও মানবের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন জ্যোতিষগণ কেবল ছয়টি গ্রহের সন্ধান জানিতেন, তৎপরে আরোও দুইটি গ্রহ আবিস্কৃত হইয়াছে কেবল তাহাই নয়, এতদ্ব্যতীত ছয়শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমানে চন্দ্রের ন্যায় আরও ২৫টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন যুগের জ্যোতিষীগণ উপযুক্ত যন্ত্রাদীর অভাবে বহু গ্রহ-উপগ্রহের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই। তদ্রুপ শূন্যমার্গে বহু দূরে যে আকাশ অবস্থিত, আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণও উহার তত্বোদঘাটনের উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কার করিতে আজও সমর্থ হন নাই। ফলতঃ তাঁহারা উহা চাক্ষুষ দর্শন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কোন বস্তু দেখিতে না পাইলেই যে উহার অস্তিত্ব থাকিবে না, ইহা ভ্রান্তিমূলক ধারণা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যে, রাত্রিকালে কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষ-শাখায় একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে, প্রদীপটি সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু মূল বৃক্ষটি কাহারও দৃষ্টীগোচর হয়না। কারণ বৃক্ষটি প্রদীপের মত উজ্জল নহে। সেইরূপ দূরবীণ দ্বারা আছমানস্থিত নক্ষত্রমালা দৃষ্টি-ছাড় গোচর হইলেও মূল আছমান দেখা যাইতে পারেনা। যেহেতু আছমান নক্ষত্রমালার ন্যায়

উজ্জ্বল পদার্থ নহে। উহা স্বচ্ছ হইলেও জ্যোতিহীন পদার্থ।

কোর-আন শরিফ বলিতেছে ;—

الذي خلق سبع سموات طباقا

"যিনি স্তরে স্তরে সাতটি আছমান সৃষ্টি করিয়াছেন।" — ছুরা মূলক

আরও কোর-আন ছুরা হা-মিম ছেজদাতে;—

ثم استوي السماء وهى دخان
فقضهن سبع سموات فى يومين

"তৎপরে খোদা উক্ত আছমানের দিকে লক্ষ্য করিলেন — সে সময় উহা ধুম্রময় ছিল।............ তৎপরে তিনি দুই দিবসে তৎসমস্তকে সাত আছমানও করিলেন।"

হাদিছ শরিফেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যথা;— হজরত বলিয়াছেন, — "তোমাদের মস্তকের উপর প্রথম আছমান সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ রহিয়াছে, এই পৃথিবী হইতে উহা পাঁচ শত বৎসরের পথ। তদুপরি আরও আছমান আছে! এইরূপ তিনি সাতটি আছমান গণনা করিয়া বলিলেন প্রত্যেক আছমান হইতে তদুপরিস্থ আছমান পাঁচশত বৎসরের পথ।— মেশকাত, ৫১০ পৃষ্ঠা।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে,— "নবী (দঃ) মে'রাজের রাত্রে সাত আছমান অতিক্রম করিয়া আরশের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন! প্রত্যেক আছমানে এক একজন নবীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

কেবল মুছলমানদিগের কোর-আন ও হাদিছে যে সাত আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা নহে, বরং প্রচলিত তওরাত (পুরাতন নিয়ম) ও ইঞ্জিলেও (নূতন নিয়মে)উহার অস্তিত্ব

স্বীকার করা হইয়াছে।

আদি পুস্তক, প্রথম অধ্যায় ও ১ম পদ;—

"প্রথমেই খোদা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" উক্ত পুস্তক, ৭/১১; — "আকাশের জানালাগুলি খোলা হইল।"

মথি, ১/১৬, —"যীশু বাপ্তাইজ হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ তাহার নিমিত্ত আকাশ খোলা হইল।"

প্রকাশিত বাক্য ;— "এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে খসিয়া নদ-নদীর তৃতীয়াংশে ও জলপ্রবাহ সকলের উপর।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দুনইয়াতে যে কয়েকটি খোদা-প্রদত্ত ধর্ম্ম-পুস্তক আছে, তাহার সকলটিতেই আকাশেই অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। অধুনা কোন কোন কল্পনার অনুসরণকারী বিদ্বান সাত আছমানের অর্থ সূর্য্য এবং উহার গ্রহ উপগ্রহ—চন্দ্র, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ সপ্ত আকাশের অর্থ নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, মেঘমণ্ডল, উল্কামণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কেহ বা সপ্ত আছমানের অর্থ বায়ু-মণ্ডল ইথর মণ্ডল, ইলেকটোন - মণ্ডল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু হজরত নবী (সঃ) এর মেরাজের হাদিছ দ্বারা অথবা তিনি যে হাদিছে সপ্ত আছমানের দুরত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা উক্ত প্রকার বিকৃত অর্থ বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

কোর-আর ছুরা নাবা, —

و بنينا فوقكم سبعا شدادا و جعلنا سرجا و هاجا

"এবং আমি তোমাদের উপর সপ্ত কঠিন স্তর (আছমান) প্রস্তুত করিয়াছি এবং উজ্জ্বল প্রদীপ (সুর্য্য) স্থাপন করিয়াছি"।

এই আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ ভূমি কঠিন বস্তু, সেইরূপ আছমান ও কঠীন বস্তু, আর জ্যোতিষতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সুর্য্য এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, ও নেপচুন গ্রহগুলি হালকা বাস্পের দ্বারা প্রস্তুত, কাজেই উহা শক্ত জিনিষ নহে। আর কোর-আনে আছমানকে শক্ত জিনিষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে সুর্য্য এবং ইহার গ্রহগুলি কোর-আন উল্লিখিত আছমান যে হইতে পারেনা তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাহাই নহে, আরও হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, মেঘমণ্ডল কিম্বা বায়ুমণ্ডল, ইথরমণ্ডল, ইলেট্রোন মণ্ডল, জ্যোতি মণ্ডল, ইত্যাদিও সপ্ত আছমান ইহাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কোর-আনের উক্ত অয়তে সাত আছমানের পরে পৃথক ভাবে সুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে কাজেই সুর্য্য যে আছমান নহে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কোর-আন ছুরা হজ্জ,—

الم تر ان الله يسجد له من فى السموت و من فى الارض و الشمس و القمر و النجم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس ★

"তুমি কি দর্শন কর নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ যে কেহ আছমান সমূহে আছে, জমিনে আছে, সুর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমালা, পৰ্ব্বত সকল, বৃক্ষ, চতুস্পদ সকল ও বহু লোক তাহার জন্য নত হইয়া থাকে"

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, আছমান স্বতন্ত্র এবং চন্দ্র, সুর্য্য ও নক্ষত্রমালাও স্বতন্ত্র জিনিষ।

কোর-আন ছুরা নূহ,—

الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمش سراجا

"তোমারা কি দর্শন কর নাই যে, কিরূপে আল্লাহ স্তরে স্তরে সাতটি আছমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্যে চন্দ্রকে জ্যোতিঃ স্থাপন করিয়াছেন এবং উজ্জ্বল প্রদীপ (সুর্য্য) স্থাপন করিয়াছেন।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, আছমানের মধ্যে চন্দ্র ও সুর্য্য স্থাপন করা হইয়াছে, কাজেই আছমান পৃথকএবং চন্দ্র ও সুর্য্য পৃথক পৃথক জিনিষ।

কোর-আন ছুরা ফোর-কান,—

تبرك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيه سراجا و قمرا منيرا

"উক্ত আল্লাহ বরকত বিশিষ্ট —যিনি আছমানে রাশি সমূহ স্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ (সুর্য্য) ও আলোক প্রদানকারী চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।"

ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, আছমান পৃথক বস্তু, চন্দ্র ও সুর্য্য পৃথক বস্তু।

ছুরা তকবীর;—

اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت

" যে সময় সুর্য্য সঙ্কুচিত করা হইবে এবং নক্ষত্রমালা মলিন হইয়া যাইবে।"

তৎপরে উহার ১১ আয়তে আছে;—

و اذا السماء كشطت

"এবং যে সময় আছমান উদ্‌ঘাটিত করা হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে সুর্য্য ও গ্রহ সকল ও আছমান প্রত্যেকটিও

পৃথক বস্তু।

কোর-আন ছুরা এনসেকোক;—

و اذا السماء انشقت

" যে সময় আছমান চুর্ণ হইয়া যাইবে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান ইথরমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ইলেকট্রোন-মণ্ডল ও শীত মণ্ডল নহে।

ছুরা আম্বিয়া;—

و جعلنا السماء سقفا محفوظا

"এবং আমি আছমানকে সুরক্ষিত ছাদ করিয়াছি।', ইহাতেও বুঝা যায় যে, আছমান নক্ষত্রমালা, অথবা নভোমণ্ডল, ইথরগুল ইলেকট্রোন-মণ্ডল নহে।

ছুরা লোকমান;—

خلق السموات بغير عمد ترونها

"তিনি আছমান গুলিকে বিনা স্তম্ভে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা উহা দেখিতেছ।"

ইহাতেও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, উহা যেরূপ বস্তুকে স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়, আছমানও সেইরূপ বস্তু। উহাগ্রহ উপগ্রহ, নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, ইথরমণ্ডল ইত্যাদি নহে।

ছুরা কামার ;—

ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر

ছুরা আ'রাফ ;—

ان الذين كذبوا باياتنا و استكبروا منها لا تفتح لهم ابواب السماء □

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে বুঝা যায় যে, আছমানের দ্বার আছে এবং উহা উদ্‌ঘাটন করা হয়।

মে'রাজের হাদিছে আছে যে, হজরত রছুল (ছঃ) যে সময় মে'রাজে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রত্যেক আছমানের দ্বারউদ্‌ঘাটন করা হইয়াছিল। এক্ষণে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, গ্রহ-উপগ্রহ এবং ইথরমণ্ডল, নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি আছমান নহে।

ছুরা-আম্বিয়া ;—

يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده

ছুরা জোমার;—

و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه

উপরোক্ত দুই আয়তে বুঝা যায় যে, কেয়ামতের দিবস আছমান গুলিকে সঙ্কুচিত করা হইবে, কাজেই সপ্ত কক্ষপথ আছমান নহে।

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে জমিন যেরূপ শক্ত জিনিষ, আছমান গুলিও সেইরূপ শক্ত জিনিষ, তৎসমস্ত কিছুতেই গ্রহ-উপ-গ্রহ নহে।

ছুরা ছাফ্যাৎ ;—

انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

"আমি নিকটস্থ আছমানকে তারকারাশি ভূষণে বিভূষিত করিয়াছি।"

ইহাতেও বুঝা যায় যে, আছমান পৃথক বস্তু ও তারকারাশি পৃথক বস্তু।

(২) বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিৎগণ বলেন যে, সুর্য্য নিশ্চল অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাঁহাদের ইহা একটি কাল্পনিক কথা, কোর-আন শরিফ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে।

ছুরা ফাতের;—

و سخر الشمس و القمر - كل يجري لاجل مسمى

"এবং তিনি (আল্লাহ) সুর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকিবে।"

ছুরা ইয়াছিন; —

و الشمس تجري لمستقرلها - ذلك تقدير العزيز العليم -

"এবং সুর্য্য উহার কক্ষপথে চলিতে থাকে, ইহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্দ্ধারণ।"

ছুরা আনয়াম ; —

جعل اليل سكنا و الشمس و القمر حسبانا - ذلك تقدير العزيز العليم .

"তিনি রাত্রিকে বিশ্রাম এবং সুর্য্য ও চন্দ্রকে ভ্রমণ কারী করিয়াছেন, ইহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্দ্দেশ।"

ছুরা আম্বিয়া; —

هو الذى خلق الليل و النهار و الشمس و القمر - كل فى فلك يسبحون -

"তিনিই রাত্র-দিবা এবং সুর্য্য-চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি কক্ষপথেদ্রুত গমণ করিয়া থাকে।"

বর্ত্তমান জ্যোতিষিগণ অনেক অনুসন্ধানের পরে বলিতেছেন যে, সুর্য্য এক স্থানে থাকিয়া নিজ মেরুদণ্ডের উপর ২৭ দিবসে একটা ঘুর-পাক খায়, কোন-আন বলিতেছে যে, চন্দ্র ও সুর্য্য উভয়ে দ্রুত গতিতে কক্ষপথ ভ্রমণ করে।

(৩) জ্যোতিষিগণ বলেন, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের নিজের জ্যোতিঃ আছে; তদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের নিজের জ্যোতিঃ নাই, চন্দ্র ইত্যাদি সুর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়; কিন্তু কোর-আন বজ্রনিনাদে ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে;—

ছুরা ইউনোছ ;—

هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا -

"তিনিই সুর্য্যকে উজ্জ্বল এবং চন্দ্রকে জ্যোতিসম্পন্ন করিয়াছেন!"

ছুরা ফোরকান;—

و جعل فيها سراجا و قمرا منيرا

"এবং তিনি উক্ত আছমানে প্রদীপ (সুর্য্য) ও আলোক প্রদানকারী চন্দ্র স্থাপন করিযাছেন।" উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিস্মমান ও অন্যকে জ্যোতি প্রদানকারী বলা হইয়াছে।

ছুরা আনয়াম,—

هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر و البحر -

'তিনিই তোমাদের কল্যানে তারকামালা করিয়াছেন, যেন

তোমরা তৎসমস্তের দ্বারা ভুমি ও সুমুদ্রের অন্ধকার রাশির মধ্যে পথ প্রাপ্ত হইতে পারে।'

ইহাতে বুঝা যায় যে, যাবতীয় নক্ষত্রমালা জ্যোতিষ্মান।

ছুরা তকবীর,—

و اذا النجوم انكدرت

"এবং যে সময় (কেয়ামতের দিনে) তারকারাশি মলিন হইয়া যাইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত তারা, গ্রহ-উপগ্রহ জ্যোতিষ্মান, উহাদের আলোক সুর্য্যের নিকট হইতে ধার করা নহে।

বর্ত্তমান জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন যে, গ্রহ-উপগ্রহ ভিন্ন অন্যান্য নক্ষত্র নিজ নিজেই উজ্জ্বল, ইহাদের জ্যোতি ধার করা নহে। আরও বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের নিজের জ্যোতিঃ আছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের জ্যোতির্ম্ময় হওয়াতে বাধা কি আছে ?

জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়াছেন, সুর্য্যের আলো যে পরিমাণ চন্দ্রের উপর পড়ে, উহার সেই পরিমান আলোকময় হইয়া থাকে, যে অংশে সুর্য্যের আলো পড়ে না সেই অংশ মলিন থাকে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহের আলোর ঐ প্রকার ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না কেন ? ইহাদের মতে এইগুলিও সুর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে।

যখন নবচন্দ্র উদয় হয়, উহার একটু পূর্ব্বেই সুর্য্য অস্তমিত হইতে দেখা যায়, যদি ঐ সময় কেহ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া দেখে তবে সে সুর্য্যকে দেখিতে পাইবে, এই সময় সূর্য্য যে চন্দ্রের উপর পতিত হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ করার কিছুই নাই, এ সুত্রে সেই দিবসেই কেন পূর্ণিমা হয় না? এইরূপ অমাবশ্যার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে চন্দ্র পূর্ব আকাশে শেষ রাত্রে উদয় হয়, তাহার পরেই সুর্য্য

উঠে, এক্ষেত্রেও সুর্য্যের আলোক সম্পূর্ণ চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে, কেন এই সময় পূর্ণিমা হয় না ?

তাঁহারা আরও কল্পনা করিয়াছেন যে, বুধগ্রহ ৮৮ দিবসে সুর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মাইল চলে। শুক্রগ্রহ ২২৫ দিবসে একবার সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী ৩৬৫ দিবসে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল চলে। মঙ্গলগ্রহ ৬৮৭ দিবসে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ মাইল।

বৃহস্পতি গ্রহ ১২ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৮ মাইল, শনিগ্রহ ৩০ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৬ মাইল।

ইউরেনস গ্রহ ৮৪ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৪ মাইল। নেপচুনগ্রহ ১৬৫ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল। পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরপাক খায়—কিন্তু পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুর-পাক খায়।

আধুনিক জ্যোতিষীরা বলেন, বুধগ্রহ স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খায় না। এইরূপ শুক্রগ্রহ আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খায় না।

মঙ্গলগ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চব্বিশ ঘন্টা লাগে। বৃহস্পতি গ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে দশ ঘন্টা লাগে।

শনিগ্রহ দশ ঘন্টা চৌদ্দ মিনিটে স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায়।

ইউরেনস গ্রহ সাড়ে নয় ঘন্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে।

মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহগুলি পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে স্ব স্ব মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু ইউরেনস গ্রহ ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরপাক খায়।

নেপচুন যে কত দিবসে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, তাহা জ্যোতিষীরা স্থির করিতে পারেন নাই।

তাঁহারা বলেন, সুর্য্যের এরূপ আকর্ষণ আছে উক্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কলুর বলদের ন্যায় অবিরাম উহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে, কাহারও এরূপ সাধ্য নাই যে, সুর্যের আকর্ষণ না মানিয়া একটু এদিকে ওদিকে চলে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানিয়া রাখে, সুর্য্য সেইরূপ উহাদিগকে টানিয়া রাখে। এই সমস্ত সুর্য্যের রাজ্য, উহার কর্তৃত্ব সর্বাতোভাবে বলবৎ হইয়া আসিতেছে।

আমরা খোদাভক্ত মুছলমানগণ বলি, সুর্য্যের এইরূপ আধিপত্য কিছুতেই থাকিতে পারে না। যদি উহার এইরূপ আধিপত্য থাকিত, তবে সমস্ত নক্ষত্রের উপর উহা কেন বলবৎ হইল না? পলায়মাণ ধুমকেতু সুর্য্যের উল্লিখিত সীমার মধ্যে আসিয়া একবার সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়, সুর্য্য কেন উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না ? কোন জিনিযের আকর্ষণ শক্তি থাকিলে, উহা অন্য জিনিষকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করে, যদি দ্বিতীয় জিনিষটার শক্তি থাকে, তবে উভয়ের শক্তি পরীক্ষা সমান হইলে, কেহ কাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। অনেক সময় দুইটি লোকের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হয়, ধস্তাধস্তি করিয়া কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে না। এইরূপ সমান শক্তিশালী দুইটি লোক একখানা রশি ধরিয়া টানাটানি করিলে কেহ উহা কাড়িয়া লইতে পারে না। যদি সুর্য্য ও গ্রহ উভয়ে সমান

শক্তিশালী হয়, তবে সুর্য্য গ্রহকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

আর যদি দুইটি লোকের মধ্যে একটি সমধিক শক্তিশালী হয়, তবে এই লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকে রশি সমেত টানিয়া নিজের নিকট লইয়া যায়। এইরূপ যদি সুর্য্য সমধিক শক্তিশালী হইত, তবে গ্রহগুলিকে টানিয়া নিজের নিকট লইয়া দগ্ধ করিযা ফেলিত। জ্যোতিষীগণ বলেন, বুধগ্রহ নাকি পৃথিবীর একুশ ভাগের একভাগ, শুক্রগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে একটু ছোট, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ, বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে ১৩ শত গুণ বড় শনি পৃথিবী অপেক্ষা৭৮৩ গুণ বড়, ইউরেনস পৃথিবী অপেক্ষা আকারে ৬৫ টি গুণ ও নেপচুন আকারে পৃথিবীর ২৫ গুণ হইবে, কিন্তু সুর্য্য, পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, সুর্য্যের হিসাবে গ্রহগুলি অতি ক্ষুদ্র যদি সুর্য্যের আকর্ষণ শক্তি থাকিত, তবে যেরূপ চুম্বক লৌহ একটি সুচকে কিম্বা চুম্বকের পর্বত ষ্টিমার গুলিকে নিজের দিকে টানিয়া লয়, সুর্য্য সেইরূপ গ্রহগুলিকে নিজের দিকে টানিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

আরও চুম্বক লৌহ সুচকে নিজের দিকে টানিয়া লয়, কিন্তু কখনও সুচ লৌহকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা দেখা যায় নাই, কিম্বা শুনা যায় নাই, এইরূপ গ্রহগুলি যদি সুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইত, তবে উহার নিকটে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত, উহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে কেন ?

আরও একটি বস্তুর মধ্যে পৃথক পৃথক দুই প্রকার আকর্ষণ শক্তি থাকিতে পারেনা, সুর্য্য একবার গ্রহদিগকে উহাদের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরাইবে, দ্বিতীয়বার নিজের চারি দিকে গোলাকার ভাবে ঘুরাইবে, ইহা একেবারে অসম্ভব।

যদি সুর্য্যের আকর্ষণ গ্রহদিগকে উহাদের মেরুদণ্ডের চারিদিকে

ঘুরাইতে থাকে, তবে বুধ ও শুক্রগ্রহকে কেন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরাইতে পারে না ? আর পৃথিবী, বৃহস্পতি, নেপচুন ও শনিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরাইতে থাকে, কিন্তু ইউরেনসকে কেন বিপরীত দিকে ঘুরাইতে থাকে ?

আরও নিকটস্থ গ্রহগুলির গতি প্রতি সেকেণ্ডে খুব বেশী এবং দূরবর্ত্তী গ্রহগুলির গতি প্রতি সেকেণ্ডে তাহা অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে নিকটস্থ গ্রহগুলি নিজেদের মেরুদণ্ডের চারিদিকে চব্বিশ বা সাড়ে চব্বিশ ঘন্টায় ঘুরপাক খায়, কিন্তু দূরবর্ত্তী গ্রহ গুলী আকারে বৃহৎ হইয়াও স্ব স্ব মেরুদণ্ডের চারিদিকে দশ ঘন্টায় সাড়ে দশ ঘন্টায় বা সাড়ে নয় ঘন্টায় ঘুরপাক খায়, যদি সুর্য্যের আকর্ষণে গ্রহদিগের গতি ও ঘুর্ণত হইত, তবে এইরূপ তারতম্য হইবে কেন ?

জ্যোতিষীরা বলেন, সুর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ মাইল দুরে আছে, উহা বুধ হইতে তিন কোটি ষাট মাইল দুরে আছে, পৃথিবী হইতে সুর্য্য যত দুরে আছে, পৃথিবী হইতে শনি উহার প্রায় নয়গুণ দুরে আছে। পৃথিবী হইতে সুর্য্য যতদুরে আছে, উহা হইতে ইউরেনস ১৮ গুণ দুরে আছে। নেপচুন হইতে সুর্য্য দুইশত আশি কোটি মাইল দুরে আছে।

জ্যোতিষীরা বলেন, সুর্য্য কেবল বাষ্প হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা জ্বলিয়া এত তাপ ও আলোক দেয়। আমরা নিকটস্থ বাষ্পরাশিকে অথবা অগ্নিকে একখানা প্রস্তর কিম্বা ঢিলকে উত্তোলন করিয়া লইতে দেখি না, আর বাষ্প ও অগ্নি দ্বারা নির্মিত সুর্য্য— যাহা কোটি কোটি মাইল দুরে অবস্থিত, তাহা কিরূপে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে কিম্বা, ঘুরাইবে ?

একখানা ছোট ঢিল উপরের দিকে নিক্ষেপ করিলে, সুর্য্যের এরূপ শক্তি হইল না যে উহার গতিরোধ করিয়া শুন্যমার্গে টানিয়া

রাখিতে পারে, একটি মক্ষিকা নীচের দিকে নামিতে থাকিলে, উহার গতিরোধ করিতে পারে না, বাষ্প বা বায়ুর গতিকে ফিরাইতে পারে না এবং মেঘমালায় পানি বর্ষণ কালে উহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেই সুর্য্য কি করিয়া পৃথিবী কিম্বা গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে ?

পৃথিবীর গতি সোজা পথে কিম্বা গোলাকার পথে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। একখানা গোলাকার ঢিল ফেলিয়া দিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, উহা গড়াইয়া পড়ে না, কিম্বা গোলাকার পথে ঘুরিতে থাকে না, বরং সোজা লাইনে পড়িয়া যায়, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি সুর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, উহা গড়াইয়া যাইবে না এবং গোলাকার পথে চলিবে না বা ঘুরিবে না।

জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন, সুর্য্যের আলোকমণ্ডল নামে একটি আবরণ আছে, তথায় হঠাৎ প্রবল ঝড় উপস্থিত হইলে, উক্ত আলোক মণ্ডলের স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সে সুর্য্য নিজের আবরণটি অক্ষত অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইল না, সেই সুর্য্য পৃথিবী ও গ্রহগুলির উপর কি আধিপত্য বিস্তার করিবে ?

গ্রহণ একটি কলঙ্ক, সুর্য্যের এই কলঙ্ক হয়, ইহার কারণ নির্দ্ধারণে জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী ও সুর্য্যের মধ্যে চন্দ্র অন্তরাল হইয়া দাঁড়ালে, সুর্য্যগ্রহণ হয়। পৃথিবী নাকি সুর্য্যের আজ্ঞাবহ দাস, আবার চন্দ্র নাকি পৃথিবীর অনুগত ভৃত্য্য, সুর্য্য যদি সৌরজগতের বিধাতা ও পরিচারক হইত, তবে সে কি দাসের দাস চন্দ্রকে নিজের কলঙ্ক মোচনের আদেশ করিত না ?

পাঠক, এই ভাবেই সুর্য্যের পূজা আরম্ভ হইয়া ছিল ?

কোর-আন ছুরা আনয়াম ;—

فلما جن عليه الليل رأ كوكبا - قال هذا ربى -
فلما افل قال لا احب الافلين - فلما رأ القمر بازغا
قال هذا ربى - فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى
لا كونن من القوم الضالين - فلما رأ الشمس
بازغة قال هذا ربى هذا اكبر - فلما افلت قال
يقوم انى برئ مما تشركون *

' যে সময় তাঁহার (হজরত ইবরাহিমের) উপর রাত্রি অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি একটি নক্ষত্র দেখিলেন, তিনি বলিলেন, ইহারা আমার প্রতিপালক। যখন ইহা অদৃশ্য হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, অদৃশ্য হইয়া যায় এরূপ বস্তুকে আমি পছন্দ করি না।

তৎপরে যে সময় তিনি চন্দ্রকে জ্যোতিষ্মান দেখিলেন, বলিলেন, ইহাই আমার প্রতিপালক। তৎপরে যে সময় উহা অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করিতেন; তবে আমি নিশ্চই ভ্রান্ত সম্প্রদায়দিগের অন্তর্গত হইতাম। তৎপরে যে সময় তিনি সুর্য্যকে জ্যোতিষ্মান দেখিলেন, বলিলেন, ইহা আমার প্রতিপালক ইহাই শ্রেষ্ঠতম। যে সময় উহা অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, হে আমার স্বজাতিরা, তোমরা যে শেরক করিতেছ, নিশ্চয় আমি উহা হইতে নারাজ।"

হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদা প্রদত্ত ইমানের জ্যোতিঃ দ্বারা সুর্য্যের বিধাতা হওয়ার অসারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক সুর্য্যের জ্যোতিঃ ও তেজের উপর মুগ্ধ হইয়া উহাকে ভাগ্য বিধাতা ও জগতের পরিচালক স্থির করিয়া উহার পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

কোরানের ছুরা নামলে আছে;—

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله

(হুদহুদ পক্ষী বলিল) আমি তাহাকে বিলকিছরানীকে) এবং তাহার সম্প্রদায়কে আল্লাহ ব্যতীত সুর্য্যের ছেজদা করিতে পাইয়াছি।"

লোকেরা সুর্য্যকে সৌরজগতের ভাগ্য-বিধাতা ও পরিচালক ধারণা করিবে, এই হেতু খোদাতায়ালা সুর্য্য-গ্রহণ ব্যাপার ঘটাইয়া থাকেন।

সুর্য্যকে কে সৃষ্টি করিয়াছে ? সুর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কে তাহাকে ঘুরাইতেছে ? বায়ুরাশির মধ্যে তাহাকে এইরূপ জ্যোতি ও তাপ বিশিষ্ট কে করিয়াছে ?

জ্যোতিষিরা বলেন, যদি সমস্ত সুর্য্যটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর বরফ দিয়া মোড়া যায়, তাহা হইলে সুর্য্যটাকে নিজের তাপ দ্বারা এই ৫০ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে পারে। সুর্য্যের এই তাপ প্রদান করিল কে ? সুর্য্যের দুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাত প্রস্থ স্থান হইতে এক ঘন্টায় যে তাপ বাহির হয়, পৃথিবীতে ১৭০ মণ কয়লা না পোড়াইলে তাহা পাওয়া যায় না। উননে নুতন নুতন কয়লা সরবরাহ না করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সুর্য্যের অগ্নি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু উহা নির্ব্বাপিত হয় না।

যদি সমস্ত সুর্য্যটা কয়লা দ্বারা প্রস্তুত হইতে এবং কয়লা পুড়াইয়া যদি সুয্য তাপ দিত, তাহা হইলে এক সহস্র কিম্বা দুই সহস্র বৎসরে উহার সমস্ত কয়লা পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইত এবং সুর্য্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত, কিন্তু কত সহস্র বৎসর হইল সুর্য্য নির্বাপিত হইল না এবং উহার তাপ কমিল না, কে উহাতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া দেয় ? কেবা উহা জ্বালাইয়া দেয় ?

সুর্য্যের চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পথে জ্যোতিষ মণ্ডলীকে কে স্থাপন করিয়াছে ? কে বা উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ গতিতে গতিশীল করিয়াছে। কে অনন্ত আকাশে কতক জ্যোতিষ্ককে গতিশীল করিয়াছে। কে বা অবশিষ্টগুলিকে নিশ্চল করিয়াছে ? কে কাহারও বর্ণকে লোহিত করিল ! কে- বা কতককে শ্বেত

আভাযুক্ত করিল ? কে-ই বা কতককে ধুসরবর্ণ করিল ?

জ্যোতিষীরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাকল্পনা-সমষ্টী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কোরআন ছুরা ইউনোছ; —

وما يتبع اكثرهم الا ظنا . ان الظن لا يغنى من الحق شيا .

'তাহাদের অধিকাংশেরা কল্পনা ব্যতীত অন্য বিষয়ের অনুসরণ করে না ; নিশ্চয় কল্পনা সত্যের কিছুরই ফলপ্রদান করে না।'

উক্ত প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর কোরআন প্রদান করিতেছে —

ছুরা মায়েদা;—

لله ملك السموات و الارض وما فيهن

"আছমান সমূহ, জমি এবং যাহা কিছু উহাদের মধ্যে আছে, তৎসমূদয়ের রাজত্ব আল্লাহতায়ালারই।"

ছুরা নূর ;—

الله نور السموات والارض

"আল্লাহ্ আছমান সমূহ ও জমিনের পথ-প্রদর্শক।"

ছুরা শোয়াবা;—

قال رب السموات و الارض وما بينهما .

"তিনি বলিলেন, সেই আল্লাহ আছমান সমূহ, জমি ও এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তেরই প্রতিপালক"

ছুরা ফোরকান;—

الذي خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام

"তিনিই আছমান সমূহ, জমি এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছুরা আম্বিয়া ;—

هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر

"তিনি ই রাত্রী, দিবা, সুর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছুরা ফাতের

و سخر الشمس و القمر. كل يجرى لاجل مسمى

"তিনি সুর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাহব করিয়াছেন, প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে চলিয়া থাকে।"

ছুরা আ'রাফ ;—

و الشمس و القمر النجوم مسخرات بامره

"এবং তিনিই সুর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র মালাকে নিজের আদেশ-পালনকারী করিয়া (সৃষ্টি করিয়াছেন)।

ছুরা ছেজদা ;—

يدبر الامر من السماء الى الارض

"তিনিই আছমান হইতে জমি পর্যন্ত কার্য্যের পরিচালনা করেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল, সুর্য্য, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি জ্যোর্তিষ্ক মণ্ডলীকে খোদাতায়া'লা যে যে কক্ষপথে যে যে প্রকার গতিতে গতিশীল হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং যে যে ভাবে আলোক বিতরণ করিতে হুকুম করিয়াছেন, তাহারা তাহাই করিয়া

থাকে, উহারা কেহ কাহারও আজ্ঞাবহ নহে।

বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় জ্যোতিষীগণ বলেন, পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে এবং এই রূপ লাট্টুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় তিন শত পাঁয়ষট্টি দিবসে সুর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া উহা প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। চন্দ্রও পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। পৃথিবী সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় চন্দ্রকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যায়। চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র মাইল দুরে অবস্থিত, পৃথিবী উহার উপরকার সকল জিনিষকে নিজের দিকে টানিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ, এজন্য সে তাহার উপরকার জিনিষকে পৃথিবীর ন্যায় জোরে টানিতে পারে না। চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি আছে। প্রায় উনত্রিশ দিবসে চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। এইরূপ মঙ্গলগ্রহের নাকি দুইটি চন্দ্র আছে, একটির নাম "ফোবো" এবং দ্বিতীয়টির নাম "ডাইমো"। প্রথমটি সাত ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘন্টায় মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে ৮টি চন্দ্র ঘুরিতেছে, উহার চারটি চন্দ্র আমাদের চন্দ্রের মত বড়, অবশিষ্ট চারটি খুব ছোট। শনির চারিদিকে দশটি চন্দ্র ঘুরিতেছে, উহার নয়টি পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে এবং একটি মাত্র বিপরীত দিকে ঘুরিয়া থাকে। ইউরনেসের চারিদিকে চারটি জোতিষ্ক ঘুর্ণায়মান। নেপচুনের চারিদিকে একটি জ্যোতিষ্ক ইহার বিপরীত দিকে ঘুরিয়া ছয় দিবসে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মুসলমানের মত, চন্দ্র পৃথিবীর, অন্যান্য উপগ্রহ কোন গ্রহের এবং পৃথিবীর সুর্য্যের অনুগত নহে।

পৃথিবী যে একটি কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার, ইহা ইমাম রাজি প্রভৃতি বিদ্বানগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। পৃথিবীর পরিধি ২৫ সহস্র মাইল এবং মৃত্তিকার ভিতর দিয়ো মাঝখানটি (ব্যাস) পরিমাপ করিলে, প্রায় ৮ সহস্র মাইল হইবে। এত

বড় পরিধি বিশিষ্ট পৃথিবীর গোলাকার হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিলেও নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় ;—

১। সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করিলে, প্রথমে জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তুল, তৎপরে উহার গাত্রদেশে ইত্যাদি এবং সকলের শেষে উহার তলদেশ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবী সমতল নহে।

২। পর্বতের দকে গমণ করিলে, প্রথমে উহার শৃঙ্গদেশ, তৎপরে বৃক্ষগুলি, তৎপরে মধ্যদেশ, অবশেষে উহার নিম্নদেশ দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবী সমতল নহে।

৩। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে সুর্য্যের উদয় অস্ত একই সময়ে হয় না। বরং এক মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া ১০/১৫ ঘন্টা পরেও উদয় ও অস্তমিত হইয়া থাকে, যদি পৃথিবী সমতল হইত তবে কখনও এরূপ হইত না।

৪। পশ্চিম দেশবাসীরা সন্ধ্যার দুই ঘন্টা পরে চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইলে, পূর্ব্ব দেশবাসিরা উহার তিন ঘন্টা পরে, উক্ত গ্রহণ দেখিতে পান। ইহাও পৃথিবী সমতল না হইবার প্রমাণ।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন, সাত আছমানের উপর যে আছমান আছে, তদ্বারা দিক নির্দেশ করা হইয়া থাকে, উহাকেফালাকোল্ আফলাক বলা হয়, এই গোলাকার আছমানের নীচে অন্যান্য আছমান আছে, উক্ত আহমানের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ আছে, উহাদের অবস্থিতী স্থল পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট এবং উহাদের ঠিক কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা ভারি পৃথিবী স্থাপন করা হইয়াছে। পৃথিবীর উপর তদপেক্ষা লঘু পানি, পানির উপর তদপেক্ষা হালকা বায়ুস্তর, ইহার উপর তদপেক্ষা হালকা অগ্নিস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। অগ্নিস্তর আছমানের সহিত সংলগ্ন। এই হেতু মৃত্তিকা ও পানির গতি কেন্দ্রের দিকে এবং বায়ুর গতি উপরিস্থিত অগ্নিস্তরের দিকে এবং অগ্নিস্তরের

গতি আছমানের দিকে। যদি মৃত্তিকা ও পানি অন্য বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে আপনা-আপনি কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হইবে, এই হেতু একটি ঢিল উপরের দিকে নিক্ষেপ করিলে, উহা নিজের স্থিতি কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া আসে, মেঘমালা হইতে পানি বর্ষিত হইলে, ঐরূপ নিজের স্থিতিস্থলের দিকে ফিরিয়া আসে। গরম হইলে, বাস্পাকারে পরিণত হইয়া উহার স্থিতিস্তল উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয়।

তাঁহারা বায়ুকে চারিদিকে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম স্থর ধুমের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাকে ধুম-স্তর বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়, বিশুদ্ধ বায়ূ-স্তর, তৃতীয়, শীতল স্তর, ইহা বাস্পের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য অথবা সুর্য্যের কিরণে পৃথিবীতে যে তাপের সৃষ্টি হয়, উক্ত তাপ হইতে বিমুক্ত থাকার জন্য শীতল থাকে। ইহাকে মেঘস্তর বলা যাইতে পারে। চতুর্থ, পৃথিবী-সংলগ্ন বায়ুস্তর ইহা যদিও বাস্প কর্তৃক শীতল হইয়াছিল; তথাচ পৃথিবীর তাপ লাগিয়া শীতলতার অংশ হারাইয়া ফেলে প্রথম স্তর অগ্নিস্তরের নিকটবর্ত্তী হইলেই জ্বলিয়া অগ্নি হইয়া উহার স্থিতিস্থল উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয়। বর্ত্তমান ইউরোপিয়ান জ্যোতিষিগণ ঢিল কিম্বা প্রস্তরকে উপরের দিক হইতে নিম্নের দিকে পড়িতে দেখিয়া ধারণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে। পৃথিবী উহার উপরকার সকল জিনিষকে নিজের দিকে টানিয়া লয়, এমন কি চন্দ্রকেও টানিয়া ঘুরাইয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রান্তিমূলক ধারণা। মৃত্তিকা কিম্বা এই প্রকৃতির ভারি জিনিষ নিজে নিজেই কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, ইহা পৃথিবীর আকর্ষণ নহে। পানির যথা তথা পৃথিবীর উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, যদি উহার আকর্ষণ শক্তি থাকিত, তবে কি উহা গড়াইয়া যাইতে পারিত? পানির গতিতে নদীর তীরবর্ত্তী স্থানগুলি ধ্বসিয়া যায় এবং এক স্থানের বালুরাশি অন্যস্থানে লইয়া দ্বীপে পরিণত করে। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি থাকিলে কি এই রূপ করিতে পারিত? মৃত্তিকার মধ্যহইতে

পাণির ফোয়ারা বাহির হইতে দেখা যায়, যদি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি থাকিত, তবে পাণিকে বাহির হইতে না দিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া রাখিত।

উপরোক্ত জ্যোতিষীগণ বলে, পৃথিবী নিজের আকর্ষণে বায়ুস্তরকে টানিয়া রাখে, পৃথিবী হইতে বাহির হইতে দেয় না, ইহাও তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক ধারণা, বায়ুর নিরূপীত স্থান, অগ্নিস্তরের নিম্নদেশ হইতে পৃথিবীর উপরিস্থ শূন্যস্থান পর্য্যন্ত, এই বায়ু নিজের স্থানে থাকে / যদি একটি রবাবের টায়ারের মধ্যে পাম্প করিয়া বাতাস পুরিয়া উহা পানির মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়, তবে বুঝা যায় যে, উহা উপরের দিকে অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থলের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। পৃথিবীর উপরে বায়ু যথা-তথা বিচরণ করিতেছে, পৃথিবীর উহার গতিরোধ করার শক্তি নাই।

বায়ু উত্তপ্ত হইলে, হালকা হইয়া উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকে, যদি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি থাকিত, তবে বায়ু উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয়, বায়ুস্তরের প্রথম ভাগটি যাহাকে নীহারীকা বলা হয়, অগ্নিস্তরের নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্নিতে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, এ স্থলে পৃথিবী উহাকে আকর্ষণ করীয়া নামাইতে পারে না।

একটি মক্ষিকা বা জ্যোৎস্না উপরের দিকে ধাবিত হইলে, পৃথিবী উহাকে টানিতে কিম্বা ঘুরাইতে পারে না। নদীর জোয়ার ভাটা হইলে, পানি স্বেচ্ছায় যাতায়াত করে। যদি পৃথিবীর পানিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকিত, তবে জোয়ার ভাটা হইতে পারিত না।

ইউরোপীয়ান জ্যোতিষীগণ বলেন, পৃথিবী উপরকার সকল জিনিষ টানে, এই হেতু আমরা জিনিষকে ভারি মনে করি। ইহা ভ্রান্তিমূলক ধারণা, কেননা জিনিষের নিজের ওজনের জন্য উহা ভারী

বোধ হয়, যদি পৃথিবীর আকর্ষণে জিনিষের ওজন হইত, তবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমধিক ভারী হইল কেন? মৃত্তিকা তদপেক্ষা হালকা হইল কেন ? পানি তদপেক্ষা হাল্কা, বায়ু তদপেক্ষা হালকা এবং অগ্নি তদপেক্ষা হালকা হইল কেন ?

ইউরোপীয়ান জ্যোতিষীগণ বলেন, পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে চলিতে থাকে, উহার সঙ্গে সঙ্গে পানি ও বায়ুস্তর চলিতে থাকে, তাহাদের এই দাবী কতদুর যুক্তিসঙ্গত, তাহা উল্লেখিত বিবরণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদের উপরোক্ত দাবির অসারতা নিম্নোক্ত প্রমাণ সমূহে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে,—

(১) যদি বদ্ধ পানিতে দুইখানা নৌকা — একখানা পূর্বদিকে এবং অন্য খানা পশ্চিম দিকে পরিচালিত করা হয় এবং বায়ু স্থির থাকে, এক্ষেত্রে উভয় নৌকা সমান বেগে পরিচালিত হইলে, একই সমান পথ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা অতি সত্য কথা চাক্ষুষ ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যদি পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে পানি চলিতে থাকে, তবে উভয় নৌকা সামান পথ অতিক্রম করিতে পারিত না, কেননা যে নৌকাখানা পূর্বদীকে চলিতেছে, উহার দুইটি গতি হইবে, প্রথম নিজের গতি — যাহা নৌকা পরিচালকদের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় পৃথিবীর আকর্ষণে পানির স্বতন্ত্র গতি।

আর যদি বলা হয় যে, পানির উপরিস্থ বায়ু পৃথিবী ও পানির গতির সহযোগিতায় পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে চলিতেছে, তবে উপরোক্ত নৌকাখানি নিজের গতিতে, দ্বিতীয় পানির গতির সহযোগিতায়, তৃতীয় উহার উপরিস্থ বায়ূর গতির সহযোগিতায় গতিশীল হইয়া তীরবেগে ছুটিতে থাকিবে।

আর যে নৌকাখানি পূর্বদীক হইতে পশ্চিম দিকে চলিতেছে, উহার নিজের গতি থাকিলেও পৃথিবীর আকর্ষণে পানি ও বায়ূর গতিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে, কিম্বা অতি ধীর গতীশীল হইবে, কিন্তু আমরা দেখীতে পাই যে, উভয় নৌকা সমান পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর আকর্ষণে পানি ও বায়ুস্তরের গতিশীল হওয়া একেবারে হাস্যজনক বাতীল কথা।

(২) যদি দুইটি পক্ষী একই প্রকার তেজে জমির উপর দিয়া কিম্বা সমুদ্রের উপর দিয়া একটি পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে এবং অন্যটি পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে উড়িতে থাকে আর জমি কিম্বা সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু স্থির থাকে, তবে উভয় পক্ষী সমান পথ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা চক্ষে দেখা ঘটনা। যদি জমি কিম্বা সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ূ পৃথিবীর সহিত আকৃষ্ট হইয়া গতীশীল হইতে থাকে, তবে উভয় পক্ষী সমান পথ অতিক্রম করিতে পারিত না, কেননা যে পক্ষীটি পূর্ব্বদিকে উড়িয়া যায়, উহা নিজের গতিতে এবং পৃথিবীর আকর্ষণে বায়ূস্তরের গতিতে গতীশীল হইয়া অতি দ্রুত গতিতে উড়িয়া যাইবে, আর যে পক্ষীটি পশ্চিম দিকে উড়িয়া যায়, উহা নিজের গতিতে গতীশীল হইলেও পৃথিবীর অনুসরণকারী উপস্থিত বায়ুর গতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া শূন্যমার্গে স্থির হইয়া থাকে, আর যদি উড়িতেও পারে, তবে অতি ধীর গতিতে উড়িবে। আমরা দেখিয়া থাকি, যদি বায়ু প্রবল বেগে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, আর এমতাবস্থায় একটী পক্ষী পশ্চিম দিকে এবং অন্যটি পূর্বদিকে উড়িতে থাকে, তবে প্রথমটী দ্রূত গতিতে উড়িতে থাকে এবং দ্বিতীয়টী শূন্যপথে নিশ্চল থাকে, কিম্বা অতি ধীরগতিতে উড়িতে থাকে।

ইহাতে প্রমানিত হইতেছে যে, জমি কিম্বা সমুদ্রের উপস্থিত

বায়ূ পৃথিবীর আকর্ষণে গতীশীল হয় না।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে; পৃথিবী গতীশীল কিনা ?

ইউরোপিয়ান জ্যোতিষীগণ বলেন, পৃথিবী প্রত্যেক মিনিটে ১৯ মাইল ঘুরিতে থাকে, এক্ষনে যদি একটা তোপের গোলা উপরের দিকে ছাড়া হয় এবং এক মিনিটের মধ্যে গোলাটী ফিরিয়া আসে, তবে পৃথিবী প্রকৃত পক্ষে প্রতি মিনিটে ১৯ মাইল গতীশীল হইলে, গোলাটী যে স্থান হইতে ছাড়া হইয়াছিল, সেই স্থানে না পড়িয়া পশ্চিম দিকে ১৯ মাইল দুরে পড়িত। ইহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর গতীশীল হওয়া বাতীল মত।

যদি আছমান শক্তিশালী দুইটী কলের কামান হইতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে গোলা ছাড়া হয়, তবে দেখিতে পাই যে, দুইটী তোপের গোলা প্রায় সমান পথে পড়িয়া থাকে।

এইরূপ একটি লোক একটী তীর পূর্ব দিকে এবং অন্য একটী তীর পশ্চিম দিকে ছাড়িল, উভয় তীর প্রায় সমান পথে পড়িয়া থকে, তবে পৃথিবী প্রতি মিনিটে ১৯ মাইল চলিত, তবে গোলা ও তীর সমান পথে পড়িত না।

যদি বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, আর দুইটী পক্ষী উড়িতে থাকে, একটী বায়ুর অনুকুল দিকে এবং অন্যটি বায়ুর প্রতিকূল দিকে, তবে যে পক্ষীটি বায়ুর অনুকূল দিকে উড়িতে থাকে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী হইয়া থাকে।

যদি প্রবাহিত পাঁনিতে দুইটি নৌকা চলিতে থাকে, তবে যে নৌকাটি স্রোতের অনুকূল দিকে চলিতে থাকে, সেই নৌকাখানি দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সমধিক দ্রুতগামী হইয়া থাকে। যদি স্থির পানিতে দুইখানা নৌকা চলিতে থাকে এবং বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়,

তবে যে নৌকাখানী বায়ুর অনুকুল দিকে চলিতে থাকে, উহা দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সমধীক দ্রুতগামী হইবে। যদি প্রবাহিত পানিতে দুইখানা নৌকা চলিতে থাকে এবং বায়ু প্রবল বেগে স্রোতের অনুকুল দিকে প্রবাহিত হয়, তবে যে নৌকাখানী স্রোত ও বায়ূর অনুকুল দিকে চলিতে থাকে, সেই নৌকাখানা অতি দ্রুতগামী হইবে এবং দ্বিতীয়খানা অতী মন্দগামী হইবে যদি স্রোতের বিপরীত দিকে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং একখানা স্রোতের অনুকুল দিকে, এবং দ্বিতীয়খানা বায়ুর অনুকুল দিকে চলিতে থাকে, এক্ষেত্রে বায়ু ও স্রোত সমান শক্তিশালী হইলে, উভয় নৌকা সমান পথ অতিক্রম করিবে। আর যদি সমান না হয়, তবে একটি দ্রুতগামী হইবে অন্যটী ধীরগামী হইবে।

এইরূপ প্রবল বায়ুর অনুকুল ও প্রতীকুল দীকে দুইখানা হালকা তীর নিক্ষেপ করীলে, একখানা অপেক্ষা অন্যখানা দুর পথে পড়িয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায়, বায়ু ও পানির স্রোতের অনুকুল দিকে গতীশীল বস্তু যেরুপ দ্রুতগামী হয়, ইহার প্রতিকুল দিকে গতীশীল বস্তু সেইরূপ দ্রুতগামী হইতে পারে না।

যদি পৃথিবী গতীশীল হইত এবং পানি ও বায়ু উহার সহিত গতীশীল হইত, তবে পূর্ব ও পশ্চিম দিকগামী নৌকা ও তীর সমান গতিশীল হইতে পারিত না।

আমরা দৌড়িতে থাকিলে, বায়ু ভেদ করিয়া যাইতে হয়, এই হেতু সুক্ষ বায়ু ক্ষীণভাবে বাধা প্রদান করে, কাজেই আমরা বায়ুর সামান্য ধাক্কা বুঝিতে পারি। যদি প্রবল ঝটিকার প্রতিকুল দিকে দৌড়িতে থাকি, তবে তদপেক্ষা সমধিক বায়ুর ধাক্কা অনুভব করিতে পারি।

যে আসাম ও চট্টোগ্রামের মেল ট্রেনগুলির ঘন্টায় ৪১ মাইল

চলিয়া থাকে এবং দার্জিলিং এর মেল ট্রেন ঘন্টায় ৪৩।।০ মাইল চলিয়া থাকে, এই সময় ট্রেন বায়ূর বিষম ধাক্কা খাইতে থাকে, যেন ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ষ্টেশন ধুলিতে আচ্ছন্ন হইতে থাকে।

ইউরোপীয়ান জ্যোতীষীগণ বলেন, পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল চলিতে থাকে, এক্ষেত্রে পৃথিবী প্রতি ঘন্টায় ৬৮৪০০ মাইল চলিবে। যদি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী প্রতি ঘন্ঠায় উক্ত সংখ্যক মাইল চলিত, তবে উহা বায়ূর এত ধাক্কা খাইত যে, প্রবল ঝটিকা অবিরত প্রবাহিত হইত এবং বালুকাময় স্থানে বালিরাশীর উড়িয়া যাওয়ায় মহাপ্রলয় ঘটিত।

মৃত্তিকা অপেক্ষা পানি সমধীক হালকা, এই হেতু মৃত্তিকা পানিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, পানি যথাযথা মৃত্তিকার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং পানির স্থান মৃত্তিকার উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বায়ু পানি অপেক্ষা সমধীক হালকা, এ জন্য পানি ও মৃত্তিকা বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না এবং বায়ু স্থান পানি ও মৃত্তিকার উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ অগ্নি বায়ু অপেক্ষা সমধিক হালকা, এই হেতু বায়ূ অগ্নিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না এবং অগ্নিস্থরের স্থান বায়ুস্থরের উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

জ্যোতিষীগণ বলিয়াছেন, চাঁদে সব জিনিসই হালকা, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের চাঁদে তাহার ওজন মোটে এক সের, আর ইতি পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, ভারী জিনস হালকা জিনীস আকর্ষণ করিয়া রখিতে পারে না, কাজেই পৃথিবী তাহা অপেক্ষা সমধীক হালকা চন্দ্রকে কিরূপে আকর্ষণ করিয়া নিজের চারিদীকে ঘুরাইবে ?

যদি একটি দ্বীপের চারিদীকে একখানা স্টিমার অনবরত ঘুরিতে থাকে, তবে কি বলিতে হইবে যে, দ্বীপ ষ্টিমার খানাকে অনবরত আকর্ষণ করিয়া ঘুরাইতেছে?

একটী ল্যাম্পের চারিদীকে কতকগুলি পতঙ্গ অনবরত ঘুরিতে থাকিলে এইরূপ, অনুমান করা কি ঠিক হইবে যে, ল্যাম্পটি উহাদীগকে টানিয়া রাখিয়া ঘুরাইতেছে ?

তৈলকার যদি বলদের চারিদীকে ঘুরিতে থাকে, তবে কি বলিতে হইবে যে, কল কিম্বা বলদ উক্ত ব্যক্তিকে টানিয়া রাখিয়া ঘুরাইতেছে?

এক স্থানে একখন্ড গোলাকার শস্যক্ষেত্র আছে, উহার চারিদীকে তদপেক্ষা বৃহৎ গোলাকার আর একখণ্ড শস্যক্ষেত্র আছে। একজন মালিকের আদেশে উভয় খণ্ড জমিতে দুইজন লোক গোলাকার ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে চাষ করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে কি বলিতে হইবে যে, প্রথম কৃষক দ্বীতীয় কৃষককে টানিয়া রাখিয়া ঘুরাইতেছে ?

অনুমানের উপাসকগণ যখন দেখিলেন যে, পৃথিবীর চারিদীকে চন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলোক প্রদান করিতেছে, সুর্য্যের চারিদীকে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক এবং বৃহস্পতি, মঙ্গল, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের চারিদিকে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক ঘুরতেছে, তখন এইরূপ বাতীল অনুমান করিলেন যে, সুর্য্য গ্রহগুলিকে নিজের আকর্ষণে ঘুরাইতেছে, পৃথিবী নিজের আকর্ষণে চন্দ্রকে এবং অন্যান্য গ্রহগুলি নিজেদের আকর্ষণে উপগ্রহগুলিকে ঘুরাইতেছে,ইহা কিছুতেই সত্যমত হইতে পারে না।

কোর-আন বজ্রনিনাদে এই সমস্ত মতের অসারতা প্রকাশ ছুরা আ'রাফ;—

و اشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره - الا
له الخلق و الامر ★

"এবং তিনি সুর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমালাকে তাঁহার হুকুমের তাবেদার (আজ্ঞাবহ) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সাবধান। সৃষ্টি করা ও আদেশ করা তাঁহার জন্য খাস।

ছুরা লোকমান; —

و سخر الشمس و القمر كل يجري الى اجل مسمى

"এবং তিনি সুর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি আদেশ পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।"

ছুরা হামিম ছেজদা;—

فقال لها و الارض ائتيا طوعا او كرها - قالتا اتينا طائعين.

"তৎপরে আল্লাহ আছমান ও জমিকে বলিলেন, তোমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আইস (আমার আদেশ পালন কর), উভয়ে বলিল, আমরা স্বোচ্ছায় আসিলাম (তোমার আজ্ঞাবহ হইলাম)

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে চলে না এবং পৃথিবী সুর্য্যের আজ্ঞাবহ নহে।

জ্যোতিষীগণ বলেন, চন্দ্র মৃত্তিকা ও আগ্নেয় পর্বত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, উহাতে সমুদ্র আছে, কিন্তু তথায় পানি নাই।

যদি ইহা সত্য হইত, তবে যেরূপ অন্যান্য মৃত্তিকা ফালাকোঁল আফলাকের কেন্দ্র স্থলের দিকে সবেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ চন্দ্র উক্ত কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইত এবং জমিতে পতিত হইত।

একটি ঢিলকে পৃথিবী চারিদীকে ঘুরাইতে পারেনা, এক্ষেত্রে এত বড় মৃত্তিকাজাত চন্দ্রকে উহা কিরূপে চারিদীকে ঘুরাইবে ?

ইহাতে বুঝা যায় যে চন্দ্রকে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত নহে। যদি চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি থাকিত, উহা হইতে ভস্ম, বিগলিত মৃত্তিকা প্রস্তুত ও ধাতু বাহির হইয়া পড়িত। জ্যোতিষীগণ দুই তিন শত বৎসর হইতে দুরবীন দ্বারা চন্দ্রের কল্পিত আগ্নেয় পর্ব্বত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা উল্লিখিত বস্তু দেখিতে পাইলেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা প্রকৃত আগ্নেয়গিরী নহে।

তাঁহারা যেটিকে সমুদ্র ধারণা করিতেছেন, যদি উহা প্রকৃত পক্ষে সমুদ্র হইত, তবে উহাতে পানি দেখা যাইত এবং তথা হইতে বাস্প বাহির হইতে দেখা যাইত।

এক্ষণে পৃথিবীর ভ্রমান্যমান হওয়ার সম্বন্ধে আলেমাচনা করা যাউক।

ইউরোপীয়ান জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন, সুর্য্য একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের পৃথিবী লাট্টুর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক গোলাকার পথে সুর্য্যের চারিদীকে ঘুরপাক খাইতেছে, পৃথিবী এই রকমে সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে তিনশত পঁয়ষটী দিবস অতিবাহিত করে।

লাটিম নিজের দণ্ড বা কাঠির উপর ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়, পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ঘুরিতে থাকে, পথিবীর অক্ষ উত্তর মেরু কিম্বা দক্ষিণ মেরুর নির্দ্দিষ্ট স্থল। এস্থলে একটী বিষয় বুঝিবার আছে, লাটীম একবার ঘুরিলে, উহার কাঠিরপরিধি অপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে না। কাঠীর পরিধি মূল লাটীমের পরিধি অপেক্ষা অনেক কম।

এই হিসবে বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাইল, উহার অক্ষের পরিধি তদপেক্ষা অনেক কম হইবে।

এক্ষণে পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় পরিধি পরিমাণ পথ অতিক্রম করে, তবে বৎসরে কি পরিমাণ পথ অতিক্রম করিতে পারিবে ?

গোলাকার পৃথিবীর পরিধী ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাইল, উহা প্রত্যেক ২৪ ঘন্টায় আপন আবর্ত্তন পথে একবার আবর্ত্তন করে, এক্ষেত্রে ৩৬৫ দিবসে ৯১২৫০০০ একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। যে হেতু কোন গোলাকার বস্তু গড়াইয়া দিলে উহার পরিধীর পরিমাণ ব্যতীত অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে না।

যদি পৃথিবী ট্রেনের চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসহ হইত তবে ৩৬৫ দিবসে একানব্বুই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিত।

আর যখন উহা লাটীমের ন্যায় ঘুরিতেছে, তখন ৩৬৫ দিবসে আরও কম পথ অতিক্রম করিবে।

আবার জ্যোতির্বেত্তাগণ বলিয়া থাকেন, সুর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত। পৃথিবী সুর্য্য কেন্দ্র করিয়া যে কক্ষপথ অতিক্রম করে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটী মাইল, কিন্তু যে পৃথিবী বৎসরের মাত্র একানব্বুই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথের অধিক অতিক্রম করিতে পারেনা। উহা কিরূপে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করিবে ?

যদি ইহা স্বীকার করা হয় যে, পৃথিবী যেরূপ নিজের অক্ষের উপর ঘুরিতেছে, সেইরূপ দৌড়িয়া প্রতি সেকেণ্ডে সুর্য্যের চতুর্দ্দিকে ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতেছে, তবে বলি, মৃত্তিকার কেন্দ্রস্থলের দিকে টান আছে, এই জন্য একটি গোলাকার ঢিল উপরে নিক্ষেপ করিলে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া উহা নিশ্চল অবস্থায় থাকে। যদি দশ মণ গোলাকার মৃত্তিকাকে উপরের

দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে এইরূপ হইবে। এই হিসাবে ২৫ হাজার মাইল পরিধি-বিশিষ্ট গোলাকার পৃথিবীকে কোন যন্ত্রের দ্বারা উহার স্থিতিস্থল হইতে বাহির করিয়া উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে পৃথিবী যতক্ষণ কেন্দ্র-স্থলের নিকট উপস্থিত না হইবে, ততক্ষণ ধাবিত হইতে থাকিবে, কিন্তু কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলে নিশ্চল হইয়া যাইবে।

এই মৃত্তিকা কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হওয়া কালে গড়াইয়া থাকেনা এবং গোলাকার পথে ধাবিত হয় না ইহাতে বুঝা যায় যে, গোলাকার মৃত্তিকাজাত পৃথিবী নিজে ঘুরিতে পারে না এবং গোলাকার পথে দৌড়াতে পারে না, অবশ্য অন্য জিনিসে উহা ঘুরাইলে এবং গোলাকার পথে দৌড়াইলে, ঘুরিতে ও দৌড়িতে পারে, কিন্তু ইতিপূর্বে প্রমান করা হইয়াছে যে, সুর্য্যের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। যদি আমরা উহার এইরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই, তবে একই সুর্য্য একই সময়ে দুইরূপ পৃথক পৃথক কার্য্য করিবে কিরূপে? ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, সুর্য্যের একই সময়ে পৃথিবীকে ঘুরান এবং প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গোলাকার পথে দৌড়ান অসম্ভব।

এক্ষণে কোর-আন শরিফ কি বলে তাহাই শুনুন;—

ছুরা ফাতের ;—

ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا -

"নিশ্চয় আল্লাহ আছমান সমূহ ও জমিকে স্থানচ্যুত হওয়া নিবারণ করিয়াছেন।"

তফছির এবনো-জারির, — ২২শ খণ্ড, ৮৪/৮৫ পৃষ্ঠা, —

يقول تعالى ذكره ان الله يمسك السموت و الارض لئلاتزولا من اما كنهما -

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আছমান সমূহ ও জমিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন — যেন উভয়ে স্ব স্ব স্থান হইতে সরিয়া যাইতে না পারে।

عن قتادة قوله ان الله يمسك السموات و الارض ان تزولا من مكانهما۔

(হজরত) কাতাদা বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আছমান সমূহ ও জমিকে স্ব স্ব স্থান হইতে সরিয়া যাইতে দেন না।

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৭/১৯০ পৃষ্টা,—

اي يمنعهما من ان تزولا

"উহার অর্থ এই যে, আল্লাহ আছমান ও জমিকে স্থানচ্যুত হইতে নিষেধ করেন।

و فسر بعضهم الزوال بالانتقال عن اي الله تعالي يمنع السموات من ان تنتقل عن مكانها فترتفع او تنخفض و يمنع الارض ايضا من ان تنتقل كذلك فى اثر اخرجه عبد بن حميد و جماعة عن ابن عباس

একদল বিদ্বান (উক্ত আয়তের) **زوال** 'জওয়াল শব্দের অর্থ স্থান হইতে সরিয়া যাওয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা আছমান সমূহকে স্ব স্ব স্থান হইতে সরিয়া গিয়া উর্দ্ধগামী ও অধোগামী হইতে দেন না। এইরূপ জমিকে স্থান হইতে সরিয়া যাইতে দেন না।

আব্দ-বেনে-হোমারেদ ও একদল তফছিরকারক (ছাহাবা-প্রবর হজরত) এবনো-আব্বাছ হইতে যে আছরটি (হাদিছটি) রেওয়া এত

করিয়ছেন, তাহাতে উক্ত প্রকার অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও উক্ত তফছিরে আছে;—

و قيل زوالهما دور انهما نهما ساكنان و الدائرة
بالنجوم افلاكها و هى غير السموات فقد اخرج سعيد
بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و عبد بن حميد
عن شقيق قيل قل لابن مسعود ان كعبا يقول ان
السماء تدور قطبة مثل قطبة الرحى فى عمود على
منكب ملك فقال كذب كعب ان الله تعالي يقول
ان الله يمسك السموات و الارض ان تزولا و كفى
بهما زوالا ان تدور -

" কেহ কেহ زوال 'জওয়াল' শব্দের অর্থ ঘুর্ণন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে (উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে,) আছমান ও জমিন স্থির (অর্থাৎ গতিশীল নহে), নক্ষত্রমালা সহিত فلك "ফালাক" গুলি ঘুরিয়া থাকে, উক্ত ফালাকগুলি আছমান হইতে স্বতন্ত্র। ছইদ বেনে মনছুর, এবনো-জরির, এবনোল-মোঞ্জের ও আব্দ-বেনে-হোমারেদ শরিফ কর্ত্তৃক উল্লেখ করিয়াছেন, (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) কে বলা হইয়াছিল, (হজরত) কা'ব বলেন, আছমান চক্কি প্রস্তরের খোটার তুল্য একটি খোটার উপর একজন ফেরেশতার স্কন্ধদেশে স্থাপিত স্তম্ভের উপর ঘুরিতে থাকে। ইহাতে তিনি বলিলেন, কা'ব মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, কেননা আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আছমানগুলি ও জমিকে স্থান হইতে সরিযা যাইতে দেন না, আছমান ঘুরিলে স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে।"

আরও লিখিয়াছেন,—

و المنصور عند السلف ان السموات لا تدور و انها غير الا لاك

" প্রাচীন আলেমগণের সহিত স্থিরীকৃত মত এই যে, আছমান গুলি ঘুরিয়া থাকেনা এবং তৎসমূদ্বয় (কোর -আন উল্লিখিত) 'ফালাক' হইতে স্বতন্ত্র।"

আরও লিখিয়াছেন,—

اما الارض فلا خلاف بين المسلمين فى سكونها و الفلاسفة نختلفون و المعظم على السكون و منهم من ذهب الي انها متحركة و ان الطلوع و الغروب بحركتها و رد ذلك فى موضعه۔

"জমির স্থির হওয়া (গতিশীল না হওয়া) সম্বন্ধে মুছলমান গণের মতভেদ নাই, বৈজ্ঞানিকেরা (ইহাতে) মতভেদ করিয়াছেন, (তাহাদের) বৃহদ্দল জমির স্থির হওয়ার মতে ধারণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কতকে বলেন যে, উহা গতিশীল এবং উহার গতিতেই (সুর্য্যের) উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে, যথাস্থলে এই মত বাতীল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কোর-আন শরীফের উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, পৃথিবী গতিশীল নহে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে উহা লাটিমের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে গোলাকার পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ইহাতে পৃথিবীর একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা বুঝা যায়, কিন্তু কোর-আনের আয়ত ইহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ছুরা বাকার,—

قال ابرهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق۔
فات بها من المغرب فبهت الذى كفر۔

"এবরাহিম বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুর্য্যকে পূর্বদিক হইতে আনেন, তুমি উহা পশ্চিম দিক হইতে আন, ইহাতে উক্ত কাফের নির্ব্বাক হইয়া গেল।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, সুর্য্যের গতিতে রাত্রিতে দিবা হইয়া থাকে, জমির আবর্ত্তমানের রাত্রি দিবা হয় না।

হাদিস শরিফে কোয়ামতের নিকট নিকট সময়ে পশ্চিম দিক হইতে সুর্য্যের উদয় হওয়ার কথা আছে।

ছুরা ফাতের;—

يولج الليل فى النهار و يولج النهار فى الليل
وسخر الشمس و القمر - كل يجرى لاجل مسمى -

"যিনি দিবসের মধ্যে রাত্রিকে দাখিল করেন এবং রাত্রির মধ্যে দিবসকে দাখিল করেন, তিনি সুর্য্যও চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে" হইাতে বুঝা যায়, চন্দ্র ও সুর্য্যের গতিতে দিবা রাত্রি হইয়া থাকে।

—ঃঃ সমাপ্ত ঃঃ—